দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 AUG 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

ছাত্রলীগ নেতা রাজধানীতে র‌্যাবের হাতে আটক

মাগুরায় মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ও মাগুরা প্রতিনিধি

মাগুরায় মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার চাঞ্চল্যকর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ও মামলার এক নম্বর আসামি মাগুরা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সুমন সেনকে আটক করেছে র‌্যাব। গতকাল রবিবার বিকালে রাজধানীর কল্যাণপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়েছে বলে র‌্যাব নিশ্চিত করেছে। এদিকে গতকাল রাতে মাগুরা থেকে এজাহারের ১৩ নম্বর আসামি নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে মাগুরা পুলিশ।

ঘটনার পর থেকে সুমন পালিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছিল বলে জানতে পারে র‌্যাব। কিন্তু বার বার অবস্থান বদল করায় তাকে ধরা যাচ্ছিল না। গতকাল বিকালে সুযোগ বুঝে কল্যাণপুর থেকে তাকে আটক করা হয়। তাকে নিয়ে অন্য আসামিদের গ্রেফতার ও ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারে র‌্যাবের অভিযান চলছে বলে জানা গেছে

মাগুরার পুলিশ সুপার একে এম এহসান উল্লাহ ইত্তেফাককে বলেন, আসামিদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের সব পর্যায়েই তৎপরতা চলছে। এরই অংশ হিসেবে গোপনে ঢাকা থেকে খুলনায় পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মাগুরার ওয়াপদা মোড় থেকে একটি যাত্রীবাহী কোচে তল্লাশী চালিয়ে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। সে এই মামলার এজাহারনামীয় ১৩ নম্বর আসামি। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। গ্রেফতারকৃত নজরুল ইসলাম শহরের দোয়াপাড় এলাকার হোসেন কারিগরের ছেলে।

গত ২৩ জুলাই মাগুরা শহরের দোয়ারপাড় কারিগরপাড়ায় যুবলীগের কামরুল ভূঁইয়া গ্রুপ ও আজিবর গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তঃসত্ত্বা নাজমা বেগম (৩৫) গুলিবিদ্ধ হন। গুলি মায়ের পেট বিদ্ধ করে শিশুর শরীরও এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলে। দ্রুত ওই নারীকে অপারেশন করা হলে কন্যা শিশু জন্ম হয়। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৭

ছাত্রলীগ নেতা সুমন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে নবজাতক ও মা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার সময় আজিবর শেখ গ্রুপের গুলি ও বোমায় আহত হন নাজমার চাচা শ্বশুর মমিন ভূঁইয়া। পরদিন মমিন মারা যান।

এই ঘটনায় নিহত আব্দুল মোমিনের ছেলে রুবেল মিয়া বাদী হয়ে ১৬ জনকে আসামি করে মাগুরা সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামিরা হলেন— সুমন সেন, আলী, আজিবর, মুজিবর, সুমন হোসেন, আব্দুস সোবহান, ফরিদ, সাগর, রাফি, সোহেল রানা, লিটন, মিল্টন, নজরুল, সোবহান, সোলেমান ও রানা। এর মধ্যে সুমন হোসেন ও আব্দুস সোবহান নামে দু'জনকে আগেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।